হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 3, Issue No. 7, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, January 2014

এইরকম তিরানব্বই হাজার শত্রুসৈন্য (১৯৭১) তোমরা যদি এই অবস্থায় পেতে কী করতে? নৃশংসতার চূড়ান্ত করতে একটাকেও জীবন্ত ছাড়তে না। যে ক'জন ভারতীয় সেনা তোমরা (পাকিস্তান) পেয়েছিলে, তাই করেছো। অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছো, কাউকে ছাড়োনি।

—শিবপ্রসাদ রায়

দেগঙ্গা-ক্যানিং নলিয়াখালির পুনরাবৃত্তি

পাঁচলায় হিন্দুরা আক্রান্ত, ঘরবাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ

বছরে দুবার মার খেতে অভ্যস্ত। একবার ঈদের খুশীতে, আর একবার মহরমের শোকে। তাই মোটামুটি গা-সওয়া হয়ে গেছে এলাকার হিন্দুদের। গ্রামের নাম বিকি হাকোলা। থানা পাঁচলা, জেলা হাওড়া। ন্যাশনাল হাইওয়ে (বম্বে রোড) রাণীহাটি মোড় থেকে চার কিলোমিটার দূরে এই গ্রাম। যে কোন রাস্তা দিয়ে যান না কেন, প্রায় তিন কিলোমিটার রাস্তা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার মধ্য দিয়ে যেতে হবে আপনাকে। বাঁচার আশায় পঞ্চায়েত নির্বাচনে BJP-কে নির্বাচিত করেছে তারা। তাও পরপর পাঁচবার। তবুও ভাগ্য বদলায় নি। নবী সাহেবের জন্মদিনে বিশাল শান্তি মিছিলে (!), ''আলকোরাণের শান্তির বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও'' এবং ''আল্ হাদীশের আলো দিকে দিকে জ্বালো''— শ্লোগান দিতে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হিন্দুদের উপর। নির্বিচারে বোমা পড়ল। কোলেপাড়ার অমর রায়ের বাড়ির ছাদের জলের ট্যাঙ্ক থেকে শুরু করে বুলবুল কোলের গোয়ালে বাঁধা গরুর মাথা— বোমের লক্ষ্য থেকে কোন কিছুই বাদ গেল না। শুরু হল লুটপাট। বিকি হাকোলার রাজমিস্ত্রি শিবনাথ রায় মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে বাড়ীতে সোনাদানাসহ ৫০ হাজার নগদ টাকা জমিয়ে ছিলেন। বাড়ীর দরজা ভেঙে লুট করা হল সবকিছু। যাওয়ার সময় বাড়ীতে আগুনও দিয়ে গেল তারা। এছাড়াও লুট হল অসিত পাছালের গ্রীল কারখানা, অজিত কোলের জরি কারখানা। বাদ গেল না সুব্রত মান্নার মুরগীর দোকান, গোরা সাউয়ের তেলেভাজার দোকান এবং বংশী পাছালের ফার্নিচারের দোকান। অমর রায়ের গোয়ালের মধ্যেই জবাই করা হল একটি গরুকে। আরও দুটি গরু লুঠ করে নিয়ে গেল তারা। ডাক্তার রঘু নন্দীর চেম্বার লুঠ করার পর ভাঙা হল। তছনছ করা হল হাজরাপাড়া ও দাসপাড়ার চারটি পানের

পাঁচলার বিকি হাকোলা গ্রামে আক্রান্ত হিন্দুদের ঘরবাড়ি

বরজ। আগুন লাগানো হল হরিসভায়। ভাঙা হল কালিমন্দির ও হনুমান মন্দির। ঘটনার পর প্রায় ৫০ পরিবার গ্রাম ছাড়া। অনেক পরিবার ইজ্জত বাঁচাতে বাড়ির মেয়েদের অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়েছে। বাকী যারা আছে তারা আতঙ্কিত। পুলিশের ভূমিকাও সন্দেহের ঊর্দ্ধে নয়। স্থানীয় লোকেদের কথা অনুসারে সমস্ত ঘটনা পুলিশের এবং RAF-এর চোখের সামনেই ঘটেছে। পুলিশ অত্যাচারিত হিন্দুদের উপরেই চোখ রাঙাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বা প্রতিনিধি আক্রান্ত হিন্দুদের সাথে দেখা করতে না গেলেও হিন্দু সংহতির একটি প্রতিনিধি দল ঘটনার পরের দিনই এলাকা পরিদর্শন করে। হিন্দুরা এতই আতঙ্কিত যে হামলা ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিতেও ইতস্ততঃ করছে। তাদের আতঙ্ক পুলিশ এবং মুসলমান উভয়ের জন্যই।

২০০৮ সালের ১০ই মার্চ এই পাঁচলাতেই, থানা সংলগ্ন বাজার সম্পূর্ণ লুঠ করেছিল ও আগুন দিয়েছিল দুষ্কৃতিরা। সেদিন সম্পূর্ণভাবে লুঠ হয়েছিল তৃণমূল নেতা প্রশান্ত বেজ-এর বাড়ি, যার বাড়িতে দু'দিন পরেই মেয়ের বিয়ের জন্য সোনার গয়না, নগদ টাকা, দান-সামগ্রী ও নতুন জামা কাপড় ভর্তি ছিল। লুঠের সাথে সাথে তার বাড়িতে আগুনও দেওয়া হয়েছিল। বাড়ির মেয়েরা অন্য বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে কোন রকমে ইজ্জত রক্ষা করেছিল। সেই প্রশান্ত বেজ এবং ৫৪টি লুঠ

শেষাংশ ২ পাতায়

হিন্দু সংহতির পঞ্চম বার্ষিক বৈঠক

নতুন আলোর পথে যাত্রা শুরু

হিন্দু সংহতির পঞ্চম বার্ষিক বৈঠক হয়ে গেল গত ১৪-১৫ই ডিসেম্বর। উত্তর ২৪ পরগণার দমদম এয়ারপোর্ট সংলগ্ন তেঘড়িয়ায় ছিল বৈঠকের স্থান। মূলতঃ বিভিন্ন জেলার থানাভিত্তিক প্রমুখ কর্মীদের নিয়ে প্রতিবছর এই বৈঠক হয়। এবার বৈঠকে ২০০ উপর প্রমুখ কর্মী উপস্থিত ছিল।

১৪ তারিখ সকাল সাড়ে দশটায় বৈঠক শুরু হয়। হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন কুমার ঘোষ ভারতমাতা চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বৈঠকের শুভ সূচনা করেন। প্রারম্ভিক ভাষণে সংহতি সভাপতি হিন্দু সংহতির উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে কর্মীদের জানান। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভয়ংকর পরিস্থিতিতে বাংলার মাটি বাঁচাতে কেউ এগিয়ে আসবে না। একমাত্র হিন্দু সংহতি বাংলার মাটি বাঁচাতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক হিন্দু সংহতির কর্মীকে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। গ্রামের সাধারণ হিন্দুর কাছে আরও বেশি করে পৌঁছাতে হবে, জনসংযোগ গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় অধিবেশন বসে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর দুপুর আড়াইটে। থানা ভিত্তিক পরিচয় পর্ব ও সেখানকার কার্যকলাপ ছিল আলোচনার মূল বিষয়। কাজের ক্ষেত্রে কর্মীদের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা এই পর্বের আলোচনায় উঠে আসে। তৃতীয় পর্বের বৈঠকে

শেষাংশ ৪ পাতায়

অবৈধ মসজিদ নির্মাণ আটকালো গ্রামবাসীরা

গত ২৪.১২.১৩ তারিখে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স সংলগ্ন গঙ্গাপুর গ্রামে একটি অবৈধ মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর যে গঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত বনদেবীর মন্দিরের একদম কাছাকাছি একটি জমিতে বহিরাগত কিছু মুসলমান হঠাৎ করে একটি নির্মাণকাজ শুরু করে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় যে সেখানে মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাপুর সহ আশপাশের গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যে নির্মাণস্থল থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে অবস্থিত প্রাচীন বনদেবীর মন্দিরে ঐ এলাকার হিন্দুরা নিয়মিত পূজা অর্চনা করে থাকেন এবং বাৎসরিক বনদেবীর মেলাও সেখানে সংগঠিত হয়। এই স্থানের এত কাছে মসজিদ নির্মাণ হলে আগামী দিনে ঐ এলাকায় বারবার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হবে এবং হিন্দুদের ধর্মাচারণে বাধা সৃষ্টি হবে বলে স্থানীয় গ্রামবাসীদের ধারণা। মন্দিরের কাছাকাছি মসজিদ নির্মাণের প্রয়াসকে হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করার চক্রান্ত হিসাবেই দেখছেন। জনৈক গ্রামবাসীর ভাষায়—''ওরা মুসলিম এলাকার পরিবর্তে হিন্দু এলাকায়, মন্দিরের পাশে মসজিদ তৈরী করতে আসছে পায়ে পা লাগিয়ে ঝামেলা সৃষ্টি করার জন্য।'' অন্য আর একজনের বক্তব্য,—'এখানে মসজিদ করলে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু মসজিদ হওয়ার পরেই নামাজের সময় আমাদের মন্দিরে ঢাক-ঢোল বাজানো থেকে শুরু করে বনদেবীর মেলা—সব কিছুর উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা শুরু হবে। সরকারও তো শুধু ওদের কথাই শুনবে।'

এই পরিস্থিতিতে গ্রামবাসীরা হিন্দু সংহতি কর্মীদের নেতৃত্বে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং ফলস্বরূপ নির্মাণ কাজ আপাতত বন্ধ হয়ে আছে।

আক্রান্ত হিন্দুদের পাশে দিলীপ ভাই মেহেতা

আমেরিকা থেকে আগত অধ্যাপক দিলীপ ভাই মেহেতা হিন্দু সংহতির বার্ষিক কর্মী মিটিং-এ যোগদান করেন। তারপরদিনই তিনি ইসলামি আগ্রাসনের শিকার পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনে যান। হিন্দু সংহতির সহ-সভাপতি বিকর্ণ নস্কর এবং প্রমুখ কর্মী ও সাংবাদিক অনিমিত্র চক্রবর্তী তাঁর সঙ্গে যান। প্রথমে তারা সদ্য আক্রান্ত কুমড়াখালি গ্রাম ঘুরে সেখানকার আক্রান্ত হিন্দুদের সঙ্গে কথা বলেন। মুসলিম

শেষাংশ ৬ পাতায়

আমাদের কথা

গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ছে হিন্দু সংহতি, আর নেপোয় মারছে দই

বর্তমানে বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ) বিভিন্ন জেলায় ৫০০-র উপর গ্রামে হিন্দু সংহতির কাজ চলছে। এর মধ্যে দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, বীরভূমে হিন্দু সংহতির নাম এখন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হিন্দু সংহতির কাজটা কী? যেখানেই সাধারণ হিন্দুর উপর জেহাদি আক্রমণ নেমে আসছে সেখানেই হিন্দু সংহতি পৌঁছে তার সাহস ও শক্তি জোগাচ্ছে। তাদেরকে বোঝাচ্ছে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ ছাড়া এই বাংলার বুকে বাঁচার আর রাস্তা নেই। ১৯৪৭-এ একবার ঘর পুড়েছে, জমি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আসতে হয়েছে। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাও দ্বিখণ্ডিত হয়ে বেশিরভাগ অংশ ইসলামিক শক্তি পাকিস্তানের হাতে (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে গিয়েছে। ইতিহাসের সেই দুর্যোগের দিনগুলো আবার নতুন করে পশ্চিমবাংলার আকাশে ঘনিয়ে উঠছে। এখনও সচেতন না হলে আবার আমাদের রিফিউজি হতে হবে। আগেরবার পূর্ববাংলা থেকে পালিয়ে পশ্চিমবাংলায় তবু আশ্রয় পাওয়া গিয়েছিল। এবার কিন্তু আর যাওয়ার কোন জায়গা নেই। বাঙালী হিন্দুকে বিহার, ওড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশের মানুষের দয়া-দাক্ষিণ্যে এতটুকু আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। আর একদিন বাঙালী হিন্দু তার শিক্ষা, সংস্কৃতি, চেতনা হারিয়ে বিহারী, ওড়িয়া বা উত্তরপ্রদেশবাসীতে পরিণত হবে। বিলুপ্ত হয়ে যাবে বাঙালীর অস্তিত্ব। হিন্দু সংহতি এই সত্যটাই সকলের সামনে তুলে ধরতে চায়। সবাইকে বোঝাতে চায় সংগ্রামের পথ ছাড়া, শক্ত প্রতিরোধের পথ ছাড়া বাঁচার আর কোন রাস্তা নেই।

মাত্র ছয় বছর আগে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা। কথায় ও কাজের সঙ্গে সংগতি রেখে হিন্দু সংহতি গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। সমস্ত ইসলামিক জেহাদি আক্রমণের বিরুদ্ধে (শুধু চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ নয়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দু সমাজের উপর আক্রমণ) রুখে দাঁড়াচ্ছে। গ্রামে-গঞ্জের যে বাঙালি হিন্দুর মার খেতে খেতে মেরুদণ্ডটাই বেঁকে গিয়েছে, অন্যায় অত্যাচারকে মাথা পেতে নেওয়াকেই নিজের ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই আজ রুখে দাঁড়াচ্ছে। হাতিয়ার তাদের হিন্দু সংহতি। দুষ্কৃতিদের এখন তারা পাল্টা জবাব দিচ্ছে। বহু জায়গায় এইভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলে তারা অশুভ শক্তিকে পিছু হটতে বাধ্য করেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনাখালি, ফকিরতকিয়া, কুমড়াখালি গ্রাম, বারুইপুর, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির রাজবাড়ি, বনগাঁ, স্বরূপনগর, বাক্সা হাওড়ার বাগনান, সাঁকরাইল সহ আরও অনেক জায়গায় হিন্দু সংহতির সক্রিয় ভূমিকায় সাধারণ মানুষ জেগে উঠেছে। তারা বুঝতে পেরেছে এই সংগ্রামের পথই বাঁচার পথ। এমনকি কোলকাতার এন্টালী, পার্কসার্কাস অঞ্চলের গোবরা, মানিকতলাতেও হিন্দু সংহতির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সাধারণ মানুষ একজোট হয়েছে।

হিন্দু সংহতির মতো সামাজিক স্তরে কাজ করে অনেকগুলো হিন্দু সংগঠন আছে। তাদের বেশির ভাগই হিন্দু সংহতির চেয়ে অনেক পুরাতন। জেহাদি আক্রমণে যখন হিন্দু ভিটেমাটি ছাড়া হচ্ছে (হ্যাঁ, এই পশ্চিমবঙ্গেও), হিন্দুর ঘর পুড়ে ছে, (রূপনগর-তারানগর, নলিয়াখালি প্রভৃতি) সম্পত্তি লুঠপাট হয়েছে তখন তারা ত্রাণ নিয়ে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি মহৎ কাজ। কিন্তু তারা সাহায্য করতে গিয়ে একবারও বলেনি, ভাইসব, বসে বসে কাঁদলে কোন সমস্যার সমাধান হবে না, প্রতিরোধ করতে হবে। যেন দুঃখের সাথী হওয়াই এদের একমাত্র কাজ। হিন্দু সমাজ রক্ষা হবে কিসে, তা তারা ছেড়ে দিয়েছে দৈব শক্তির হাতে। হিন্দু সংহতি এ রকম অবস্থায় সাধারণ মানুষকে দিয়েছে নতুন বাঁচার মন্ত্র—'সেবা নয়, সংঘর্ষই আমাদের পথ।' অর্থাৎ যারা অত্যাচারকে মাথা পেতে মেনে নেবে, আর সাহায্যের প্রতীক্ষায় বসে থাকবে, হিন্দু সংহতি তাদের জন্য এগিয়ে আসবে না। আর যাদের দুচোখে আগুন জ্বলে উঠবে, সংহতি থাকবে তাদের সঙ্গে।

কিন্তু একটা সমস্যাও ইদানীং দেখা দিয়েছে। হিন্দু সংহতি মানুষের মনে সাহস, শক্তি ও আশ্বাস দিতে পেরেছে বলেই, গ্রামে গ্রামে তার বিপুল জনপ্রিয়তা। সাধারণ মানুষ আজ এতেই আস্থা রাখতে শুরু করেছে। কিন্তু কিছু অন্য সংগঠন হিন্দু সংহতির নাম ভাঁড়িয়ে ফায়দা লোটোর চেষ্টা করছে। গ্রামের অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত মানুষ তাদের এই চালাকি ধরতে পারছে না। তারা এদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছে। হিন্দু সংহতির লোক ভেবে তারা এদের গুণকীর্তন করছে। কোথাও হিন্দু সংহতির করা কাজ অন্য নামে প্রচারিত হচ্ছে। হিন্দু সংহতির সংগ্রামী ছেলেরা গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধের বীজ বুনছে, আর তার ফল খাচ্ছে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ। এ যেন সর জিয়বে তুমি আর রাবড়ি খাবো আমি-র মতো অবস্থা।

তাই হিন্দু সংহতির কর্মীবন্ধুরা, তোমরা আরও বেশি সচেতন হও। আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছাও। নিজেদের কথা তাদের কাছে তুলে ধর। প্রকৃত সত্য তাদের সামনে তুলে ধরে তাদেরকেও সচেতন করো। যাতে নেপো-রা আর দই-টা মেরে দিয়ে যেতে না পারে।

১ম পাতার শেষাংশ

পাঁচলায় হিন্দুরা আক্রান্ত, ঘরবাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ

ভস্মীভূত হওয়া হিন্দু দোকানদারদের একজনেরও সাহস হয়নি পাশেই থানায় কোন লিখিত অভিযোগ জানানোর।

এই হাওড়া জেলার পাশাপাশি চারটি থানা—উলুবেড়িয়া, পাঁচলা, জগৎবল্লভপুর ও আমতা-র অর্ন্তগত গ্রামগুলিতে বহুদিন থেকেই এরকম অত্যাচারের বহু ঘটনা ঘটে চলেছে। এসবের হিসাব রাখার মত কেউ নেই। শুধু ভুক্তভোগীরাই জানে। তাদের অপমান, কষ্ট ও যন্ত্রণার আর্তনাদ কে শুনতে পায় না। মেকী ধর্মনিরপেক্ষতার ঢক্কানিনাদে সে সব আর্তনাদ চাপা পড়ে যায়। ২০০৯ সালের ১১ই আগষ্ট আমতা থানার নোরিট গ্রামে হিন্দু মহিলা, গৃহবধূ ও বৃদ্ধাদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার হয়েছিল আজও সেই অপরাধীদের কোন শাস্তি হয়নি। মহকুমা সদর উলুবেড়িয়াতে অনেকবার হিন্দুদের ঠাকুর বিসর্জনের শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ হয়েছে। শিল্পাঞ্চল বাউড়িয়াও প্রতি বছর একাধিক সাম্প্রদায়িক হানাহানির শিকার। এই হাওড়া জেলা সীমান্তবর্তী জেলা নয়। তাই হয়ত বাইরের লোকের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নয় যে এই জেলার হিন্দুরা কী চরম অসহায় অবস্থায় আছে। গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত সুপারি নারকেল গাছের ছায়ায় ঘেরা এই জেলার হিন্দুরা খুবই শান্তিপ্রিয় ও খুব অল্পে সন্তুষ্ট। সামান্য জরির কাজে সারাদিন খেটে ১৫০ টাকা রোজগার করেই তারা সন্তুষ্ট। শুধু চায় একটু শান্তি। সেই শান্তিটুকুও তাদরে কেড়ে নিয়েছে দুষ্কৃতিরা। আর সেই দুষ্কৃতিদের রক্ষাকবচ হচ্ছে তদের জোটবদ্ধ সংখ্যালঘু ভোটের চাপ ও আমাদের মেকী ধর্মনিরপেক্ষতার ভণ্ডামি।

অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হল সংহতি কর্মীকে

বিনা প্ররোচনায় অবরোধে লাঠিচার্জ পুলিশের

উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত সরবেড়িয়া রাজবাড়ী ও মঠবাড়ীতে দীর্ঘদিন ধরে মুসলিমদের অত্যাচারের শিকার হচ্ছে হিন্দুরা। পুলিশে জানিয়ে কোন লাভ হচ্ছে না, উপরন্তু রাজনীতির চাপে সংখ্যালঘু মন রক্ষার্থে পুলিশ হিন্দু বিরোধিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

গত ১৬ই ডিসেম্বর সোমবার রাত ১০টা নাগাদ সন্দেশখালি থানার পুলিশ সরবেড়িয়াতে হিন্দু সংহতির কর্মী অময় ভুঁইয়া ওরফে গোরাকে বিনা অপরাধে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে পরদিন সকালে রাজবাড়িতে স্থানীয় প্রায় দুশোজন পুরুষ ও শ'দেড়েক মহিলা রাজবাড়ি বাজারে জড়ো হয়। অকারণ এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদী হয়ে সকাল ১০টার সময় বাজার এলাকা অবরোধ করে। অবরোধকারীরা যখন বিনা শর্তে গোরাকে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে স্লোগান দিচ্ছিল তখন বসিরহাট মহকুমার S.D.P.O এবং তার সঙ্গে হাসনাবাদের C.I ও সন্দেশখালি থানার O.C সুরেন্দ্র সিং বিশাল পুলিশ বাহিনী ও দু-গাড়ি র‍্যাফ্ নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হন। অবরোধকারীরা শান্তিপূর্ণভাবেই তাদের দাবি জানাচ্ছিল। কিন্তু পুলিশ কোন রকম আলোচনা না করেই অতর্কিতে ব্যাপকভাবে লাঠি চার্জ করতে শুরু করে দেয়। মেয়েদের উপরও লাঠিচার্জ করে যদিও পুলিশবাহিনীতে একজনও মহিলা পুলিশ ছিল না। পুলিশের মারে বেশ কয়েকজন বেশ ভালোভাবে আহত হয়, যার মধ্যে চারজন মহিলা আছে। তারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন। শুধু লাঠি চার্জ করেই পুলিশ ক্ষান্ত থাকেনি, ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে মোট ১১জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। আশ্চর্যভাবে তাদের সন্দেশখালি থানায় না নিয়ে গিয়ে পুলিশ তাদের মিনাখা থানায় নিয়ে যায়।

পুলিশের এই অমানবিক আচরণে এলাকাবাসীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। জনৈক স্থানীয় বাসিন্দা স্বদেশ সংহতি সংবাদের কর্মীদের জানিয়েছে যে মুসলিমদের তোষণ করতেই বিনা প্ররোচনায় পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। কিন্তু এভাবে হিন্দুদের উপর অত্যাচার সহ্য করবে না তারা। পুলিশ হাজারো বার লাঠি চার্জ করুক, তারা প্রতিরোধের পথেই হাঁটবে।

১ম পাতার শেষাংশ

নতুন আলোর পথে যাত্রা শুরু

প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার কাজের খতিয়ান নিয়ে আলোচনা হয়। আগামী দিনে হিন্দু সংহতির কাজ জেলায় জেলায় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, তা এই পর্বের আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল।

দ্বিতীয়দিনে সকালের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুদূর আমেরিকা থেকে আগত অঙ্কের অধ্যাপক

(অবসরপ্রাপ্ত) দিলীপ ভাই মেহেতা। এই বৈঠকে তিনি আসতে পেরেছেন বলে নিজেকে ধন্য মনে করছেন—এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। আমেরিকায় থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তাঁর অজানা নয়। এর জন্য তিনি চিন্তিত। কিন্তু হিন্দু সংহতির কর্মীদের দেখে তাঁর মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এই কঠিন পরিস্থিতিতে আর ঘরে বসে থাকলে চলবে না। দেশরক্ষায়, সমাজরক্ষায় সর্বোপরি হিন্দুধর্ম রক্ষায় সকল যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে। তাঁর বক্তব্য সংহতি কর্মীদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করে।

দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর সংহতি সভাপতি সমারোপ ভাষণের মধ্য দিয়ে দুদিনের এই বৈঠক শেষ হয়। সমারোপ ভাষণে শ্রী ঘোষ বলেন, যেভাবে বিদেশী শক্তির মদতে একশ্রেণির মানুষ পশ্চিমবঙ্গকে বৃহত্তর বাংলাদেশে পরিণত করার চক্রান্ত চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠা দরকার। শান্তির কথা বলে আজ আর কোন লাভ নেই। লড়াই করে নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে হবে। হিন্দু সংহতি কর্মীদের তিনি এই বিদেশী চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন।

দুদিনের এই শিবিরে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির বিশিষ্ট ব্যক্তির উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ডাক্তার, অধ্যাপক, বিশিষ্ট সমাজ সেবক বিভিন্ন পর্বে উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চ থেকে সমস্ত কার্যক্রমটি উপস্থাপন করেন ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, বিকর্ণ নস্কর, সুন্দরগোপাল দাস ও সমীর গুহ রায়।

জাতি ও বর্ণভেদ আর কতদিন ?

২য় পর্ব

তপন কুমার ঘোষ

গত সংখ্যায় জাতি ও বর্ণ বিষয়ে লিখতে গিয়ে ব্রাহ্মণের কথা কিছু বলেছি। কিন্তু তা একান্তই অসম্পূর্ণ। বলেছিলাম---যে ব্যক্তি নিরন্তর সমাজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে, সে-ই ব্রাহ্মণ। এছাড়াও ব্রাহ্মণের আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। একটা সংজ্ঞা প্রায়ই বলতে শোনা যায়, যে ব্রহ্মকে জানে সে-ই ব্রাহ্মণ। আমার মনে হয় এটা খুব একটা বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা নয়। ব্রহ্মকে জানা অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হওয়া নিশ্চিতভাবে অত সহজ নয়। খুবই দুর্লভ। তাই ব্রাহ্মণের অন্য বাস্তবসম্মত সংজ্ঞা তৈরী করার প্রয়োজন আছে। অবশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এগুলিকে অস্বীকার করলে বা করতে পারলে, এসব সংজ্ঞার কোন প্রয়োজনই নেই। কিন্তু অস্বীকার না করতে পারলে নতুন সংজ্ঞার প্রয়োজন আছে। আগে বলা হত যজন-যাজন-অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের কাজ। এখন আমরা দেখতেই পাচ্ছি যাজনটা (পৌরহিত্য) অনেকাংশে ব্রাহ্মণের হাতে থাকলেও যজন (গুরুগিরি) ও অধ্যাপনায় ব্রাহ্মণের একাধিকার আর কোনভাবেই নেই। সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, লাডলি মোহন মিত্র, কেশবচন্দ্র নাগ, সুকুমার সেন প্রভৃতি বহু কিংবদন্তীতুল্য শিক্ষক ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সুতরাং, ব্রহ্মকে জানা দিয়ে অথবা যজন-যাজন-অধ্যাপনা পেশা দিয়ে ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা অথবা শ্রেণী নির্ণয় করা যাবে না। জ্ঞানচর্চাও সবশ্রেণীর মানুষই করেন। তপস্যা ও সাধনা সকলেই করেন—সকলেরই অধিকার। মীরাবাঈ, কনকদাস থেকে শুরু করে আমাদের ঘরের নরেন পর্যন্ত অখণ্ড প্রবাহ সব জাতির, সব বর্ণের মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার। তাহলে কাকে ব্রাহ্মণ বলব (যদি বলতেই হয়, বলাটা আবশ্যিক নয়)।

আমার মতে, ব্যক্তিগত স্বার্থে বা প্রয়োজনে নয়, ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসা বা জিজ্ঞাসা নিবারণেও নয়, সমাজের মঙ্গল কামনায় যে ব্যক্তি নিরন্তর জ্ঞানচর্চা করে এবং সেই জ্ঞানচর্চার ফলকে সমাজের জন্য উৎসর্গ করে সে ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। একজন আদর্শ শিক্ষক অবশ্যই ব্রাহ্মণ। কিন্তু স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশনি করা শিক্ষক ব্রাহ্মণ নন। অনেক শিক্ষকই পাল্টা যুক্তি দেবেন যে, শিক্ষকের কি একটু সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রয়োজন নেই? এসব ছেঁদো যুক্তি। বহু যুক্তি দিয়ে এ যুক্তিকে কাটা যায়। সেই পাল্টা যুক্তিতে যাচ্ছি না। আসল কথাটা হল—ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ বাড়াবার জন্য বিপুল রোজগার করব, আবার সমাজের শ্রদ্ধাও দাবী করব—এ দু'টো একসঙ্গে চলতে পারে না।

আমাদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা সমাজের সার্বিক মঙ্গল ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য এই অপূর্ব সূত্রটি আবিষ্কার/তৈরী করেছিলেন যে, যেকোন ব্যক্তি সমাজে ভোগ এবং শ্রদ্ধা সমানুপাতে পাবে না, ব্যাস্তানুপাতে পাবে। অর্থাৎ ভোগে নিষেধ নেই। কিন্তু ভোগী ব্যক্তি সমাজে শ্রদ্ধার দাবীদার হবে না। শ্রদ্ধাস্পদেষু ভোগী হবে না। যে যত বেশী পার্থিব সুখ ভোগ করবে (নিষেধ নেই), সমাজ থেকে সে তত কম শ্রদ্ধা পাবে। যে যত সমাজে শ্রদ্ধা চাইবে, তাকে তত বেশী ত্যাগ করতে হবে বা পার্থিব সুখভোগ কম করতে হবে। প্রকৃতির এমনই নিয়ম, সকল মানুষের মধ্যেই এই দু'টোরই চাহিদা আছে। কারো কোনটা কম, কারো কোনটা বেশী। সবাই যদি শুধু ভোগের পিছনে ছোটে, তাহলে অবশ্যই অনেকে বঞ্চিত হবে ও শুকিয়ে মরবে। কারণ দৌড়ের ক্ষমতা সকলের সমান নয়। সমান নয় বলেই ইউরোপ সূত্র আবিষ্কার করেছে Survival of the fittest. অর্থাৎ যোগ্যতম ব্যক্তিই টিকে থাকবে। অন্যরা টিকবে না। সুতরাং অযোগ্যদের নিশ্চিহ্ন হতে হবে। এটাকে মানবিকতা বা মানব সভ্যতার উৎকর্ষ বলে আমরা মেনে নিই নি। যোগ্যতম, যোগ্যতর, যোগ্য ও অযোগ্য সকলেই টিকে থাকবে, বেঁচে থাকবে আমাদের সভ্যতার সূত্র গ্রহণ করলে। এক পিতার চার সন্তানের মধ্যে একজন যদি কম মেধা-বুদ্ধিসম্পন্ন হয় বা অযোগ্য হয়, তাহলে তাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে—মা বাবা কি তা চাইবেন? অথবা অন্য তিন যোগ্য সন্তানও কি চাইবে তাদের চার ভাইবোনের মধ্যে একজন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক? চাইবে না। পারিবারিক টান এবং আপনত্ববোধ তাদেরকে বিরত করবে। তাহলে আমি নিজ পরিবারের ক্ষেত্রে আমার অযোগ্য ভাইটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, এটা যদি মেনে নিতে না পারি, তাহলে সমাজে অন্যদের অযোগ্য ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক—এটা মনে করা কি স্বাভাবিক? নিশ্চয় নয়। সকলেই নিজের অযোগ্য ভাইটিকে বা সন্তানটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় এবং যতটুকু সম্ভব সুখেও রাখতে চায়। তাহলে সমাজে এই সমস্ত অযোগ্য সন্তান বা ভাইদেরকে বাঁচিয়ে রাখার ও অন্ততঃ অল্প হলেও সুখে রাখার একটা পদ্ধতি তো বের করা দরকার। হাজার হাজার বছরের পর্যবেক্ষণ, প্রয়োগ ও গবেষণার মধ্য দিয়ে আমাদের ঋষিরা সেই পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। যা হল Survival of All, Survival of the only fittest নয়। এবং এই 'All' শুধু আমাদের দেশ ও সমাজের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, গোটা বিশ্বকে আমরা এই পদ্ধতি শেখানোর স্বপ্ন দেখেছিলাম, সংকল্প করেছিলাম। সেই স্বপ্ন ও সংকল্পের শব্দরূপ/সূত্র ছিল 'কৃন্বন্তো বিশ্বমার্য্যম'।

এখন আসা যাক সকলকে বাঁচিয়ে রাখার, সকলকে সুখে রাখার সেই পদ্ধতিটা কী? আমাদের সমস্ত পদ্ধতি এক গভীর দৃঢ় আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হল অদ্বৈতবাদ এবং শিখর হল অদ্বৈত অনুভূতি। অদ্বৈতবাদের উপর ভিত্তি করে সমাজের জন্য সূত্র রচনা হয়েছিল 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' এবং 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। পদ্ধতি তৈরী হয়েছিল চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রম। আর নীতি বা মূল্যবোধ তৈরী হয়েছিল—পার্থিব সুখ ও সামাজিক শ্রদ্ধা বিপরীত অনুপাতে প্রাপ্তি। একটি প্রাকৃতিক সূত্রকে মনে রেখে এই নীতি বা মূল্যবোধটি তৈরী হয়েছিল। সেই সূত্রটি হল ঃ মানুষের বহুপ্রকার চাহিদা বা বাসনার মূল তিনটি—পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং যশৈষণা বা লোকৈষণা। এই প্রাকৃতিক সূত্রকে মনে রেখে সমাজের সমস্ত মানুষের, এমনকি সৃষ্টির সমস্ত প্রাণীদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক দর্শনকে ভিত্তি করে এক অপূর্ব সমাজ রচনা করেছিলেন আমাদের ঋষিমুনিরা। বহু হাজার বছর, হয়তো বা বহু লক্ষ বছর এই সমাজ মানুষকে সুখে ও শান্তিতে রেখেছিল। শুধু ভারতে নয়, সুদূর মঙ্গোলিয়া থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত। তারপর বহিরাক্রমণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বহুদিন সুখে শান্তিতে থাকা এই সমাজ। আরও নির্মম নিষ্ঠুর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল আমাদের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার, গবেষণালব্ধ ফল ও জ্ঞানের ধারক ও বাহকরা। এই ধ্বংসলীলা উত্তর ভারতে অতি প্রবল, অন্যত্রও যথেষ্ট। বেশী বর্ণনায় না গিয়েও শুধু একটি উদাহরণ বা প্রমাণই যথেষ্ট। উত্তর ভারতে একটিও প্রাচীন মন্দির পুরাতন স্থাপত্যসহ নেই, একটিও প্রাচীন নৃত্যকলা নেই, একটিও বংশপরম্পরায় বেদাধ্যায়ী পরিবার নেই। এ সবই দক্ষিণ ভারতে আছে। উত্তর ভারতে আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত ঘরাণাটা বেঁচে আছে। তার কারণও সম্ভবতঃ, তানসেন তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে এই বহুযুগের সঙ্গীত সাধনার অমূল্য সম্পদকে সমগ্র মানবজাতির জন্য বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন বলে। অন্ততঃ আমার কোন সন্দেহ নেই যে, তানসেন শুধু বাহ্যিকভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ভিতর থেকে নয়। আরও অনেক সঙ্গীত সাধক বর্বর মুসলিম রাজত্বকালে এই পদ্ধতি নিয়েছিলেন। তাই আজও আমাদের স্বর-সাধনার ধারা নিরবচ্ছিন্ন। তাই আজও বহু মুসলিম সঙ্গীত সাধকের ঘরে দেবী সরস্বতীর পূজা হয়, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের কন্যার নাম হয় অন্নপূর্ণা।

এ সংখ্যাতেও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কথা লিখতে গিয়ে গাড়ী অন্যদিকে চলে গেল। পরের সংখ্যায় চেষ্টা করব।

মুসলিম মেয়েকে ভালোবাসার অপরাধে খুন হতে হল সুজন বাগদীকে

মুসলমান পরিবারের মেয়েকে ভালোবাসার জেরে খুন হতে হল হিন্দু তপশিলি উপজাতির যুবক সুজন বাগ্‌দিকে। প্রেমিকা মৌসুমী শাঁ-এর সামনেই তার পরিবারের লোকজনেরা সুজনকে রাস্তায় ফেলে লোহার রড ও চেন দিয়ে বেধড়ক মারে রবু শেখ, মিঠুন শেখ ও হাফিজুল শেখরা। মৃত্যু নিশ্চিত মনে করে সুজনের দেহ বস্তাবন্দি করে গুসকরা হাওড়া লাইনের এক মালগাড়িতে তুলে দেয়।

ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্গত এরুয়া গ্রামের শায়ের পাড়ায়। একই গ্রামে প্রায় পাশাপাশি থাকে সুজন বাগদি (২২) ও মৌসুমী শাঁ (১৮)-এর পরিবার। সুজন-মৌসুমীর ভালোবাসা বেশ কিছু দিনের। কর্মসূত্রে সুজন চেন্নাই থাকলেও প্রেম চলছিল গোপনেই। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হল মেয়ের বাড়ির লোক জেনে যাওয়াতে। মৌসুমীর মা-বাবা গোলাম শাঁ ও লায়লা বিবি মুসলমান সমাজের সম্মানরক্ষার দায়িত্ব দেয় তাদের বড় জামাই রবু শেখের উপর যে মৌসুমীর বড়দি মিলি বেগমকে সম্পূর্ণ তালাক না দিলেও মিলিশ নামে অন্য একটি মেয়েকে নিকাহ্ করে ও মিলি বেগমকে একঘরে করে রাখে।

মৌসুমী তার দিদি মিলি বেগম হতে চায়নি। তাই পুজোর ছুটিতে আসা সুজনের সঙ্গে গত ২৯শে নভেম্বর পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে এবং বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে থাকে। সুজনের এতবড় স্পর্ধা রবু শেখের সহ্য হয় না। সে তার সাকরেদদের নিয়ে ১১ই ডিসেম্বর দুপুরবেলা সুজন ও মৌসুমীকে জোর করে তুলে নিয়ে আসে এবং মাঝপথেই সুজনকে মেরে বস্তাবন্দী করে মালগাড়িতে তুলে দেয়।

কিন্তু ১১ তরিখ অনেক রাতে যখন হাওড়ার জি আর পি মালগাড়ির ভিতর থেকে সুজনের দেহ উদ্ধার করে তখন তার দেহে প্রাণ ছিল। অতিকষ্টে নাম ঠিকানা বলে জ্ঞান হারালেও ১২ই ডিসেম্বর সকালে নার্স ও রেল পুলিশের সামনে ঘটনার সমস্ত বিবরণ দেয়। ১১ তারিখের রাতেই রেল পুলিস ভাতার থানায় খবর পাঠায়। সেখান থেকে খবর যায় সুজনের বাবা-মার কাছে। খবর পেয়ে শোকে স্তব্ধ হয়ে যায় বিকাশ বাগদি ও সুমিতা বাগদি।

খবরটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ায় খবর যায় রবু শেখের কানেও। মৌসুমীকে বিষয়টা চাপা দিতে বললেও সে পরিবারের কথায় রাজি না হয়ে সমস্ত বলে দেবে শাসায়। তাই শুক্রবার (১৩ই ডিসেম্বর) বিকাল ৪টার সময় ঘটনার একমাত্র সাক্ষী মৌসুমীকে গলা টিপে হত্যা করে ঝুলিয়ে দেয়। এরপর রাত ৯টার সময় দেহটি কবর দিয়ে তিন সাকরেদ ও শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে রবু শেখ পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য, ঐ দিন বিকালে হাওড়া হাসপাতালে সুজন বাগদির মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও কোলকাতার কোন রাজনৈতিক দল বা বুদ্ধিজীবীরা মিছিল করেনি। হাতে মোমবাতি ধরে শোকাশ্রু ফেলতে কেউ এগিয়ে আসেনি। আর আসবেই বা কেন? সুজন যে হিন্দু সমাজের। তাও আবার উপজাতি। রিজানুল বা আমিরুদ্দিনের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউ নয়। সেক্যুলার চরিত্রের নাটকটা যে এখানে ঠিক জমবে না। তাই সুজনের ঘটনা হারিয়ে যাবে—হারিয়ে যাবে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি ও নপুংশকতার ঘূর্ণিপাকে।

সূত্র ঃ এই সময় পত্রিকা, ১৫ ডিসেম্বর, ১৩

ব্যবসায়ীর বাড়িতে লুঠ মারধোর শ্লীলতাহানি

ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে মারধোর ও লুটপাট চালানো একদল দুষ্কৃতিকে বাধা দিতে চাওয়ায় ঐ ব্যবসায়ীর স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। শনিবার (২১শে ডিসেম্বর) সন্ধ্যেয় ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপ থানার সীতারামপুরে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। দিলীপ দাস নামে ঐ ব্যবসায়ীর অভিযোগ, মারধোর করে নগদ ১০ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতিরা।

শনিবার দিন এক ব্যবসায়ীর দোকানে জিনিস সাপ্লাই করে তার কাছ থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরেন দিলীপ দাস। তিনি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই সশস্ত্র দুষ্কৃতি দলটি তার বাড়িতে চড়াও হয়। দিলীপ বাবুকে মারধর করে নগদ ১০ হাজার টাকা সহ বেশ কিছু জিনিস লুটপাট করে তারা। শ্লীলতাহানির শিকার হন তার স্ত্রী। রাতেই কাকদ্বীপ থানায় লুটপাট, মারধোর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের করেন ওই ব্যবসায়ী। দিলীপবাবুর অভিযোগ টাকা চেয়ে প্রায়ই হুমকি দিত মইদুল মোল্লা ও তার দলবল। তিনি টাকা দিতে রাজি না হওয়ায়, তারাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। ঘটনার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্তরা। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অলোক রাজোরিয়া জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।

সূত্র ঃ এই সময়, ২৩শে ডিসেম্বর

অস্ত্র তৈরীর কারখানা মুর্শিদাবাদের ডোমকলে

এবার অস্ত্র ব্যবসা এবং অস্ত্র পাচারের থেকে আরও একধাপ এগিয়ে স্থানে স্থানে অস্ত্র তৈরীর এবং মেরামতের কারখানা গড়ে তুলতে শুরু করেছে দুষ্কৃতিকারীরা। সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের ডোমকল এলাকার গড়াইমারি গ্রাম থেকে উদ্ধার হল একটি অস্ত্র তৈরীর কারখানা। কারখানার মালিক পলাতক হলেও নজর মণ্ডল এবং শাজাহান মণ্ডল নামে দুই ব্যক্তি পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। এদিকে আর এক সীমান্তবর্তী জেলা মালদার চাঁচল থেকে সাদিক আলী নামে জনৈক ব্যক্তিকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

বিশেষ প্রতিবেদন

ভোট দিয়ে কিনলাম

এ রাজ্যের জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় চার কোটি মুসলমান। তাই এই রাজ্যের মুসলমানেরা যে রাজনৈতিক দলকে ভোট দেবে সেই দল বাংলায় ক্ষমতায় আসবে। হলদিয়ায় এক জনসভায় একথা বললেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা মৌলানা ত্বহা সিদ্দিকী। মঞ্চে উপবিষ্ট তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারী। ধর্ম ও রাজনীতির কী অপূর্ব মেলবন্ধন। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের আধারে ভোট দেওয়ার ডাক দিলেন মৌলানা। সেক্যুলার নেতা চুপ, সেক্যুলার মিডিয়া চুপ, সেক্যুলার বুদ্ধিজীবি মহল চুপ। এই একই আহ্বান যখন কোন হিন্দু ধর্মগুরু বা সাধু সন্ত বলেছেন, তখনই সবার মুখ একসঙ্গে খুলেছে, হুক্কা-হুয়া রব উঠেছে—'ধর্ম নিয়ে রাজনীতি মানছি না', 'সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে রাজনীতি চলবে না', 'হিন্দু মৌলবাদ নিপাত যাক' ইত্যাদি ইত্যাদি। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিদের স্বার্থের পুতিগন্ধযুক্ত এই মিথ্যাচারের ফলেই একদিন পাঞ্জাব ও বাংলার লাখ লাখ হিন্দুকে ধন-মান-ইজ্জত খুইয়ে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল। প্রাণ দিতে হয়েছিল ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-নমঃশূদ্র, কংগ্রেস-সিপিএম হিন্দুকে। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক ব্লকভোট দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের এবং পেট্রোডলার দিয়ে বুদ্ধিজীবিদের কেনা হচ্ছে। বাংলার গ্রামে গ্রামে হিন্দু নিপীড়ন, হিন্দুর জমিদখল, হিন্দু মেয়েদের অপহরণ—চোখের সামনে দেখেও কৃতদাস নেতারা যেন ধৃতরাষ্ট্র। মিডিয়ার কাছে এগুলো নিউজ নয়। মুসলমানদের এই সাম্প্রদায়িক আগ্রাসী মানসিকতা যে বাংলাকে দ্বিতীয় কাশ্মীরে পরিণত হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা যেন সবাই বুঝেও বুঝছে না।

এই মুসলিম আগ্রাসন থেকে কলকাতা শহর কি মুক্ত? কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সের কাছে মন্দিরের পাশেই মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা চলছে। পূর্ব কলকাতার গোবরা এলাকার আসগর মিস্ত্রী লেন-এ জমি দখল করে মসজিদের পরিকল্পনা হয়েছে। গত ৩রা জানুয়ারী সি আই টি রোডে নেপাল সুইটসের পাশে মাইক লাগিয়ে পুলিশের সামনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রশাসন অনুমতি না দিলে কলকাতা শহরকে স্তব্ধ করে দেওয়া হবে 'চাক্কাজ্যাম' করে। যে কেউ নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে সহজেই বুঝতে পারবে যে, হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করার এই উদ্যোগ কোন আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে নয়, বরং হিন্দুসমাজের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া যে, আমরা তো এরকমই করব, তোমাদের ক্ষমতা থাকলে আটকাও।

হিন্দু সমাজকে এই চ্যালেঞ্জ আজ নিতেই হবে। বাংলার হিন্দুকে যদি বাঁচাতে হয়, এই মাটিকে বাঁচাতে হয়, তাহলে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি স্থায়ী আনুগত্য দেখানো চলবে না। যে দল যখন হিন্দুস্বার্থ রক্ষা করবে, সেই দলকে তখন সক্রিয় সমর্থন করে ক্ষমতায় বসাতে হবে। সংখ্যালঘু মুসলমানেরা যদি এই কাজ করতে পারে তাহলে 'এখনও পর্য্যন্ত সংখ্যাগুরু' হিন্দুদের বাংলাকে বাঁচাতে এই কাজ করতেই হবে। 'ভোট দিয়ে কিনলাম' এর কাহিনী নতুন করে লিখতে হবে।

মুসলিম যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাণ্ডব

গত ২৯শে ডিসেম্বর বজবজ থানার ব্যাঞ্জনহারিয়া-চড়িয়াল ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক মুসলিম যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী হাকিম শেখ (নাম পরিবর্তিত) নামে এক যুবক ঐ দিন জ্বর ও ব্যথার কারণে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ঘণ্টা খানেক পরে সে মারা যায়। তার মৃত্যুতে উত্তেজিত আত্মীয় স্বজন আরও কিছু লোকজন যোগাড় করে হাসপাতালে তাণ্ডব শুরু করে। ভাঙচুর থেকে শুরু করে মহিলা চিকিৎসক সুজাতা দত্ত (নাম পরিবর্তিত) কে শ্লীলতাহানি করা হয় এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। ডঃ দত্ত হাকিমের পরিবারকে অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পোস্ট-মর্টেম করানোর পরামর্শ দিলেও তাদের তাণ্ডব চলতেই থাকে। এই পরিস্থিতিতে বিরক্ত স্থানীয় হিন্দুরা মাঠে নামে এবং এই ভাঙচুরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আগেই পুলিশ পৌঁছে যায় এবং হাকিম শেখের বাড়ির লোকজনকে উত্তেজিত হিন্দু জনতার হাত থেকে রক্ষা করে।

জনবহুল বাজারে মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানি

গত ২৯শে ডিসেম্বর কাকদ্বীপ থানার উকিলের বাজারের সারথী মাইতি নামে জনৈক মহিলাকে সর্বসমক্ষে মারধর ও শ্লীলতাহানি করা হয়। সূত্রের খবর, ঐ দিন সকালে স্থানীয় মাছ বিক্রেতা শঙ্কর মাইতিকে বাজারে এসে শাসিয়ে যায় জনৈক রফিক শেখ। পরে সন্ধ্যার সময় রফিক তার বাবা জামাল শেখ ও লুৎফর যখন আবার শঙ্করের দোকানে আসে তখন শঙ্করের স্ত্রী সারথী দোকানে ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায়, বাজারে উপস্থিত জনতার সামনে জামাল শেখ সারথীর চুল ধরে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তিনজন মিলে তার শ্লীলতাহানি করে ও মাছ কাটার মুগুর দিয়ে মাথায় আঘাত করে। স্থানীয় জনতা সারথীকে উদ্ধার করে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করে। কাকদ্বীপ থানায় এব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করা হলেও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোন খবর পাওয়া যায়নি, বরং এলাকায় দুষ্কৃতিরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন সব দেখেও নীরব!

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৭০টি হিন্দু দোকান জবরদখল, প্রশাসন নির্বিকার

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলীতে ৭০টি হিন্দুর দোকান এবং সংলগ্ন জমি জোর করে দখল করল মুসলমানেরা। স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী গত ১লা জানুয়ারী সকালবেলা হঠাৎ করে প্রায় হাজার খানেক মুসলমান বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে কুলতলী থানার ঢাকী বাজারে জমায়েত হয়। মগরাহাটের সেলিমের সাগরেদ বলে পরিচিত সুজা সহ আরও কিছু কুখ্যাত সমাজবিরোধীর নেতৃত্বে এই বিশাল মুসলিম বাহিনী স্থানীয় হিন্দুদের উচ্ছেদ করে ৭০টি দোকান এবং তৎসংলগ্ন জমি দখল করে নেয়। স্থানীয় ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ইমারুল হক-এর নেতৃত্বে পুলিস সেখানে উপস্থিত থাকলেও দুষ্কৃতিদের বাধা দেওয়ার কোনও চেষ্টা করে নি বলে অভিযোগ।

সংশোধন

পত্রিকার গত ডিসেম্বর ২০১৩ সংখ্যায় ৫নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'অবৈধ-মসজিদ নির্মাণ—প্রতিবাদে উত্তাল বাক্‌সা" শীর্ষক সংবাদটিতে বাক্‌সাগ্রাম উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাদুরিয়া থানার বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। এটি ভুল তথ্য। বাক্‌সাগ্রাম বাগ্‌দা থানায় অবস্থিত। ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। —সম্পাদক

বনগাঁয় হিন্দু সংহতি-র প্রতিবাদ মিছিল

গত ১০ই ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সদর শহরে হিন্দু সংহতি এক প্রতিবাদী মিছিল বের করে। অনুপ্রবেশ, গো-হত্যা, সর্বোপরি বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে নারকীয় অত্যাচার বেশ কয়েকমাস ধরে চলছে তাই ছিল প্রতিবাদের বিষয়। মিছিলের বিভিন্ন সময়ে বক্তব্যের মধ্যে উঠে এসেছে এপার বাংলার বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীলদের নীরব থাকার বিষয়টিও। বাটার মোড় থেকে শুরু হয়ে মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। প্রায় ৭০০ জন হিন্দু সংহতির কর্মী সমর্থক এই মিছিলে যোগদান করে। বনগাঁর সাধারণ মানুষের মধ্যে হিন্দু সংহতির মিছিল দারুণ চাঞ্চল্য জাগায়। বিভিন্ন পথ পরিক্রমায় সাধারণ মানুষ মিছিলে যোগদান করে ও স্লোগানে গলা মেলায়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির সহসভাপতি ব্রজেনাথ রায় ও বিকর্ণ নস্কর, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাজকুমার সর্দার, সুষেণ বিশ্বাস ও বনগাঁ শাখার কর্ণধার অজিত অধিকারী।

গোবরা হিন্দু এলাকায় অবৈধ মসজিদ নির্মাণের চক্রান্ত

পূর্ব কোলকাতার গোবরা এলাকার ৫৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত আসগার মিস্ত্রি লেনে অবৈধ একটি মসজিদ নির্মাণের চক্রান্ত করেছে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। সম্পূর্ণ হিন্দু অঞ্চলে এই মসজিদ তৈরী হলে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়বে। এলাকার মানুষ তাই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে। আর তাতেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে ঐ অঞ্চলে। অথচ বিগত ৫০-৬০ বছরে ঐ অঞ্চলে কোন মুসলমানের বাস নেই।

আসগর মিস্ত্রি লেনে একটি প্রায় তিন কাঠা জমির একটি ফাঁকা মাঠ আছে, যা ঐ অঞ্চলের শিশুদের খেলার জায়গা। বিগত সরকারের রাজত্বে ২০১০ সালের জুন মাসে অঞ্চলের হিন্দুদের সম্পূর্ণ উপক্ষো করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে খুশি করতে ঐ জমিতে ১২ ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এরপরই শোনা যায় যে ওখানে মসজিদ নির্মাণ করা হবে। এতেই প্রবল আপত্তি তোলে এলাকার সাধারণ মানুষ। জনৈক আসগর মিস্ত্রি লেনের বাসিন্দার কথায়, ঐ স্থানে মসজিদ হলে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হবে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য যে ঐ খেলার মাঠের বিপরীতে শিশুদের একটি স্কুল আছে ও পাশেই পাভলব মানসিক হাসপাতালের মহিলা বিভাগ আছে। সামনে একটি জায়গায় প্রতি শুক্রবার স্থানীয় মহিলারা সন্তোষী মাতার পূজা করে। এহেন জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা অবনতি হলে কতটা সামাজিক ক্ষতির সম্ভাবনা তা ভেবে দেখার বিষয়।

সময় পরিবর্তন হয়েছে, সরকার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণের চক্রান্ত বজায় আছে। মাঝে মাঝে দুষ্কৃতিদের বাইক বাহিনী এলাকায় ঢুকে অশান্তির সৃষ্টি করে। মেয়েদের টিটকিরি মারা বা অশ্লীল মন্তব্য করা তো আছেই, বিনা কারণে ঝগড়া করার চেষ্টাও তারা করে। এদের দাপটে এলাকায় নিরীহ হিন্দুরা আতঙ্কে ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। পুলিশের কাছে বহুবার এ বিষয়ে রিপোর্ট করা সত্ত্বেও কোন লাভ হয়নি।

সম্প্রতি, গত ৩রা জানুয়ারী, ২০১৪, শুক্রবার সি.আই.টি. রোডে নেপাল সুইট্‌সের পাশে মাইকের মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনের সামনে মুসলিম নেতারা ঘোষণা করেন যে আগামী ৯ই জানুয়ারী তারা উক্ত জায়গায় মসজিদ করার সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে নেবে। মসজিদ বানাতে সরকার সম্মতি দিলে ভালো, অন্যথায় সারা শহর জুড়ে তারা অবরোধ করে লাগাতার 'চাক্কাজাম' কর্মসূচী পালন করবে। তাদের এই হুমকির পিছনে একটাই বিশ্বাস যে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের কাছে মাথা নত করে নতুন সরকার তাদের এই অন্যায় আবদারকে মেনে নেবে। এই খবর প্রচারিত হতেই আসগর মিস্ত্রি লেন সংলগ্ন সাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের প্রকাশ দেখা যায়। তারা প্রশাসনকে জানায় যে কোনভাবেই এই অবৈধ মসজিদ তারা তৈরী করতে দেবে না। এই দুইয়ের টানাপোড়েনে প্রশাসন কী সিদ্ধান্ত নেয়, এখন সেটাই দেখার।

স্ত্রীর পরাক্রমে স্বামীর প্রাণরক্ষা

উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থানার বেড়মজুর হাটখোলা গ্রামের বাসিন্দা অচিন্ত্য ভৌমিক ও সুজাতা ভৌমিক। গত ৪ঠা নভেম্বর সোমবার রাতে একদল দুষ্কৃতি তাদের আক্রমণ করে তাদের প্রাণে মারার চেষ্টা করে, কিন্তু সুজাতার তৎপরতা ও সাহসিকতায় দুষ্কৃতিরা শেষ পর্যন্ত তাদের মারতে পারেনি। উল্টে প্রাণপণ লড়াইয়ে দুষ্কৃতিরা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

ঘটনার দিন একদল দুষ্কৃতি (হাসানুর গাজী, পিতা-কওচার, মোতালেব গাজী, পিতা-জুবার, রেজাউল গাজী, পিতা-রাজ্জাক, হাবিবুল্লা সেখ, পিতা-কাসেম, সালাউদ্দিন গাজী, পিতা-ইয়াকুব) রাত্রি দুটোর সময় অচিন্ত্যর ভেড়িতে হানা দেয়। অচিন্ত্য ও সুজাতা তখন ভেড়ি সংলগ্ন আলায় বসে পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় দুষ্কৃতিরা আলার কাছে এসে অচিন্ত্য আছিস বলে ডাকে। দুষ্কৃতিদের আসার কারণ অনুমান করে স্বামীকে আড়াল কোরে সুজাতা বলে অচিন্ত্য নেই। তোরা মাছ চুরি করতে এসেছিস মাছ নিয়ে চলে যা। হাসানুর বলে আমরা মাছ চুরি করতে আসিনি, এসেছি অচিন্ত্যকে মারতে। তখন বেশ কিছুটা ভীত অচিন্ত্য তার স্ত্রী সুজাতাকে বলে এরকম অবস্থায় তুমিই কেবল আমায় বাঁচাতে পারো। তখন সুজাতা মনস্থির করে নেয় যে, হয় মারবো নয় মরবো। এমন সময় দুষ্কৃতিদের পাণ্ডা হাসানুর গাজী অচিন্ত্যর গলা লক্ষ্য করে টাঙ্গির কোপ বসালে সুজাতা স্বামীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে টাঙ্গির কোপ পড়ে সুজাতার পিঠে। এরপরে টাঙ্গির দ্বিতীয় কোপ পড়ে সুজাতার হাতে। কিন্তু এতেও না দমে সুজাতা দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আহত স্ত্রীর এই সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অচিন্ত্যও আক্রমণকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন স্বামী-স্ত্রীর প্রাণপণ লড়াইতে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। কিন্তু দলের পাণ্ডা হাসানুর গাজী ধরা পড়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মারে সে তখন গুরুতর আহত। এইভাবে সুজাতা স্বামীকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতি দমন করে এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে।

একটি এলাকার ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনী

এই দুইমাস আগেও ছেলেটির সঙ্গে তার গ্রামেরই লোকেরা কথা বলত না। কেউ ভয়ে, কেউ ঘৃণায়। আর এই গত ১৬ই ডিসেম্বর ছেলেটি যখন বসিরহাট জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রাত্রি ১০টায় গ্রামে ঢুকল তখন গ্রামের সমস্ত লোক, বিশেষ করে মেয়ে-বউরা বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানালো। কে এই ছেলেটি, কী ঘটে গেল এর মধ্যে? ছেলেটির নাম অময় ভুঁইয়া। ডাক নাম গোরা, বয়স ৩০। দীর্ঘদিন মানুষের কাছে তার পরিচয় ছিল সাজাহান শেখের পোষা গুণ্ডা। আর সাজাহান শেখ ছিল CPM আমলে CPM আশ্রিত এক সমাজবিরোধী অপরাধী। বর্তমানে অবশ্য সাজাহান শেখের পরিচয় পাল্টে গিয়েছে। এখন আগারআটি সরবেড়িয়া অঞ্চলের তৃণমূল পঞ্চায়েতের নির্বাচিত উপপ্রধান। থানা সন্দেশখালি, বসিরহাট মহকুমা, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা।

দীর্ঘদিন ধরেই এই সাজাহান শেখের অত্যাচারে এলাকার সাধারণ মানুষ চরমভাবে নিপীড়িত। বিশেষ করে দরিদ্র তপশীলি জাতি-উপজাতি (SC-ST) মানুষেরা। এই শ্রেণীর বহু মানুষের জমি সে জোরপূর্বক দখল করে মাছের ভেড়ি (ফিশারী) করেছে। সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে ২০ বছরের লীজ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর মানুষদেরকে দিয়ে। লীজের বাৎসরিক টাকা দয়া করে কাউকে দেয়, কাউকে দেয় না। চাওয়ার মত সাহস কারও নেই। আগে সে পেত বিপ্লবী CPM-এর ছত্রছায়া, এখন তার গায়ে ঘাসফুলের জামা। কে তাকে ছোঁবে? সুন্দরবন সংলগ্ন এই সন্দেশখালি এলাকায় সাজাহানের রোজগারের আরও অনেক পথ আছে। এসব এলাকা নদী পথে বাংলাদেশের সঙ্গে চোরাচালান ও গরু পাচারের জন্য অতি উর্বর ক্ষেত্র। সাজাহান শেখের বিভিন্ন উপায়ে অর্জিত এই বিপুল অর্থের হিস্সা স্থানীয় থানায় ও তার উপরের অফিসারদের কাছে পৌঁছে যায়। কত উপর পর্যন্ত যায় বলা কঠিন। তবে অভিজ্ঞরা বলেন যে, জেলাসদর ও রাজ্যসদর পর্যন্তও যায়। এই সেই এলাকা সেখানে জ্যোতিনন্দন চন্দনের ফিশারী বাড়ীর খালি কাঠামোটি আজও বিদ্যমান। এই সেই অঞ্চল যেখানে বুদ্ধজায়া মীরা ভট্টাচার্য সমাজসেবা মূলক কাজ করতে আসেন। তাই অর্জিত অবৈধ অর্থের গতি অনেক দূর পর্যন্ত।

তাই সাজাহান শেখের মত মহানজনেরা আইনের লম্বা হাত থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। জমানা বদলালেও ওদের সুরক্ষার এতটুকু ক্ষতি হয়নি, কারণ সুরক্ষাকবচের রঙটা তারা তাড়াতাড়ি পাল্টে নিয়েছে। এ বিদ্যায় তারা অত্যন্ত পারদর্শী। পাশেই জীবনতলার সওকত মোল্লা, মগরাহাটের মহামতি সেলিম-সামাদ, সংগ্রামপুরের খোঁড়া বাদশারা এই রঙ পাল্টানোর উজ্জ্বল নির্দশন। বিশিষ্ট বাম নেতা রেজ্জাক মোল্লা সাহেবও পা বাড়িয়েই আছেন।

সন্দেশখালিতে সাজাহান শেখের মত মহান ব্যক্তিত্ব, দুই দেশব্যাপী তার বিশাল কর্মযজ্ঞ মসৃণভাবে পরিচালনা করতে পুষে রাখেন একটি মাঝারি সাইজের সেনাবাহিনী। অবশ্য স্থানীয় লোকেরা তাকে বলে গুণ্ডাবাহিনী। অময় ওরফে গোরা ছিল তারই একজন সক্রিয় ও দুর্দম সদস্য। সাজাহান শেখের দেওয়া মোটর বাইকে এই গোরারা যখন এলাকা দাপিয়ে বেড়াতো, মানুষ ভয়ে পাশে সরে যেত। মেয়ে-বউরা সিঁটিয়ে যেত। এদের কোমরে দু-দিকে গোঁজা থাকত দুটি করে আগ্নেয়াস্ত্র, যা তারা লুকোবার চেষ্টা করত না। তাই ঐ দরিদ্র SC-ST শ্রেণীর মানুষদের ক্ষমতা কোথায় ছিল সাজাহান শেখের কাছে প্রাপ্য টাকা চাইবার, অথবা জমির লীজ ফিরিয়ে নেওয়ার, অথবা অন্ততঃ লীজ চুক্তিটিকে একবার চোখে দেখতে চাইবার? সে অধিকার গরিব মানুষের এই এলাকায় কোনদিনই ছিল না, এখনও নেই। এছাড়া এই অঞ্চলের দরিদ্র হিন্দু পরিবারের মেয়েরা লাভ জেহাদের শিকার। এবং এই অঞ্চলের অসংখ্য ইট ভাটার দরিদ্র আদিবাসী শ্রমিক পরিবারগুলির রমনীরা দীর্ঘদিন ধরেই এক বিশেষ শ্রেণির মানুষের যৌন লালসার শিকার। এরকম বহু অব্যক্ত বেদনার কাহিনী ও দীর্ঘশ্বাসে এলাকার হাওয়া ভারী হয়ে আছে।

কিন্তু সদ্য কয়েক মাস হল পরিস্থিতির একটু পরিবর্তন হয়েছে। এই একটুই এখানকার মানুষের কাছে অনেকটা। এলাকার মানুষ, বিশেষতঃ দরিদ্র তপশীলি জাতি ও আদিবাসীরা যেন একটু মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, প্রতিবাদ করছে। সাজাহানের রক্তচক্ষু তাদেরকে আর দমিয়ে রাখতে পারছে না। তাদের এই সাহসের পিছনে অন্যতম কারণ ঐ অময় ভুঁইয়া বা গোরার মত আরও অনের হিন্দু যুবক, যারা দীর্ঘদিন ধরে সাজহান শেখের মাসোহারার বিনিময়ে দরিদ্র তপশীলি ও আদিবাসী হিন্দুদের উপর অত্যাচার করত—সেই যুবকদের মনের পরিবর্তন। এই যুবকরা বিবেকের যন্ত্রণা আগেই ভোগ করছিল। গত ১৬ই আগস্ট যখন হিন্দু সংহতির একটি মিটিং সেরে কলকাতা থেকে ফেরার পথে সদস্যদের উপরে সরবেরিয়া মোড়ে অত্যাচার করা হল, তখন অময়রা আর মেনে নিতে পারলো না। ইতিমধ্যে তারা জেনেছে যে, হিন্দুদেরও দাঁড়ানোর একটা শক্ত জায়গা আছে। তাই তারা সাজহান শেখের হুমকির পরোয়া না করে অত্যাচারিতের পক্ষে, হিন্দুর পক্ষে, হিন্দু সংহতির পক্ষে যোগ দিল। ১৬ই আগস্ট থেকে এই পরিবর্তন প্রকাশ্য রূপ পেল যখন এবছর ষষ্ঠীর দিন দুর্গাপূজার উদ্বোধন করতে হিন্দু সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ রাজবাড়ি গেলেন। হাজার হিন্দু যুবক সেদিন ভয়ের পর্দাটাকে ছিঁড়ে আকাশ কাঁপানো জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে এল।

অবশ্য সাজহানের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। কারণ এই পরিস্থিতি পাল্টালে তাকে হারাতে হবে অনেক কিছু। বাম আমলে CPM-এর অঞ্চল প্রধান মোসলেম শেখের সাগরেদ থেকে উন্নতি হয়ে এই TMC আমলে এখন যে নিজেই ঘাসফুলের উপপ্রধান। বিশাল তার রোজগার। স্থানীয় মানুষের নিশ্চিত বিশ্বাস যে গায়ের জামা পাল্টালেও CPM-এর মোসলেম শেখের সঙ্গে তলে তলে সে এক হয়েই আছে। তাই তো এই রাজনৈতিক পরিবর্তনেও লাল জামা পরা মোসলেম শেখদের মাথা ফাটে না, ঘর পোড়ে না, গায়ে হাত পড়ে না। ভোগে শুধু হিন্দুরা। পাশেই জীবনতলার CPM-এর বিরাট নেতা সওকত মোল্লা তো অনেক চেষ্টা করে, অনেক ধরাধরি করে, গায়ের লাল জামাটাই পাল্টে নিয়েছে। এলাকায় জোর গুজব, বহু অর্থ সে তৃণমূলের কয়েকজন খুব বড়মাপের নেতার পায়ে ঢেলে তৃণমূলে ঢুকতে পেরেছে।

এই সন্দেশখালি ১নং ব্লকের এলাকার মানুষ যে আর সাজাহান শেখের চোখরাঙানীকে ভয় পাচ্ছে না, তার অনেক উদাহরণই দেখা যাচ্ছে। পরিস্থিতিকে আগের মতই ধরে রাখতে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। আর তাকে সহযোগিতা করতে পুলিশ প্রশাসনেরও উদ্যমের ঘাটতি নেই। প্রতিবাদকারী হিন্দু যুবকদের বিরুদ্ধে পুলিশ সাজাহান শেখের আদেশে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়েই চলেছে। আইনের লাঠিটা পুলিশের হাতে। সেই লাঠি দিয়ে মেরে প্রতিবাদী হিন্দুর কোমর ভেঙে দিতে চাইছে পুলিশ প্রশাসন। লোকের বিশ্বাস—এজন্য তারা সাজাহানের প্রসাদ ভালমতই পাচ্ছে। কিন্তু এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এলাকার হিন্দুরা দমে যায়নি। কারণ তারা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছে—মাটি বাপের না, মাটি দাপের। অর্থাৎ নিজের জমির দখল সেই রাখতে পারে যার দাপট আছে। স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে রাজ্যের নেতা, পুলিশের ছোট কর্তা থেকে বড় কর্তা; সবাই শক্তের ভক্ত, নরমের যম। তাই ইজ্জতের সাথে নিজের মাটিতে টিকে থাকতে হলে শক্তি দেখাতেই হবে। কান্নাকাটি করলে কেউ ফিরেও তাকাবে না। এই অময় ভুঁইয়া বা গোরাদের মনের পরিবর্তনই এলাকার দরিদ্র হিন্দুদের সাহস যোগাচ্ছে। তাই তারা হিন্দু সংহতির পতাকাতলে জোট বেঁধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আজ। দৃঢ় সংকল্প তাদের—বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী। এর জন্য হয়তো গোরাদেরকে আরও অনেক মূল্য দিতে হবে।

জোর করে আদিবাসীদের জমি দখলের চেষ্টা

লড়াই করে অধিকার বজায় রাখল আদিবাসী সমাজ

গত ২২শে ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত মটবাড়ীর একটি আদিবাসী গ্রামে জোর করে একটি জমি দখল করেছে স্থানীয় মুসলমানেরা। আইন অনুযায়ী আদিবাসীদের জমি অন্য কোন জাতির লোক কিনতে পারবে না বা দখল নিতে পারবে না। তা শুধুমাত্র আদিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু দুষ্কৃতির চক্রান্তের হাত থেকে এবার— আদিবাসীদের গ্রামও রেহাই পেলো না।

উক্ত গ্রামে বিধবা আদিবাসী মহিলা লক্ষ্মী সরদারের বাড়ি সংলগ্ন একফালি জমি আছে। জমিটি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ২২শে ডিসেম্বর সকাল ৯টার সময় প্রায় ৫০ জন মুসলমান এসে উক্ত বাড়ির পাঁচিল ভেঙে দেয়, জমির গাছ কেটে দেয় ও জ্বালানি কাঠ পাশের পুকুরে ফেলে দিয়ে লক্ষ্মী সরদারের উঠোনটি দখল করে নেয়। তারা যখন এই দুষ্কর্ম চালাচ্ছিল তখন গ্রামে কোন পুরুষ ছিল না, কাজে গিয়েছিল। লক্ষ্মী সরদারের সামনে দখলদাররা বাঁশের খুঁটি পুঁতে উপরে টিনের চালা লাগিয়ে দেয়। দখলকারীদের নেতৃত্ব দেয় মান্নান মোল্লা (পিতা লোকমান), জাকির মোল্লা (পিতা হারান মোল্লা), খোদাবক্স ঢালী (পিতা নরুল ঢালী), আতিয়ার রহমান (পিতা সাজেত মোল্লা) এবং আরও অনেকে।

গ্রামবাসীরা ফিরে এলে তারা লক্ষ্মী সরদারকে নিয়ে সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ জানাতে যায়। কিন্তু থানা এফ.আই.আর না নিয়ে একটি সাধারণ ডায়েরী গ্রহণ করে (ডায়েরী নং G.D.E 932/13, dt 22.12.13)। কিন্তু থানা থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না।

জোর করে জমি দখলে আদিবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। দখলদারীদের অশান্তির ভয়ে ও মহিলাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার ভয়ে মটবাড়ী গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা অঞ্চলের হিন্দু সংহতির কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ২৪ তারিখ সন্ধ্যায় সংহতির কর্মীদের সঙ্গে মটবাড়ির আদিবাসীরা কলকাতায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসে। সেখানে সংহতির সভাপতি তপন ঘোষ আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকারের কথা বলে লড়াই করে তা আদায় করে নিতে বলেন। পরদিনই আদিবাসীরা অবৈধ ধাচাটি ভেঙে দেয়। হিন্দু সংহতির সহযোগিতায় আদিবাসীরা নিজেদের অঞ্চলে অধিকার বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন

১২ই জানুয়ারী হাসনাবাদ সুভাষ মুক্ত মঞ্চে হিন্দু সংহতির বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখছেন জেলা সভাপতি শ্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ। মঞ্চে উপবিষ্ট সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, বিকর্ণ নস্কর এবং শ্রীমতি সুমনা চৌধুরী।

১২ই জানুয়ারী প্রতিবছরের মত এবারও হাওড়া জেলার বাগনানে হিন্দু সংহতির আয়োজনে বিপুল উদ্দীপনা সহকারে হাজার যুবকের শোভাযাত্রা। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন হিন্দু সংহতির রাজ্য নেতা অজিত অধিকারী ও সুন্দরগোপাল দাস। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নেতা শ্রী চিত্তরঞ্জন দে।

হিন্দু সংহতির প্রচেষ্টায় উদ্ধার মাম্পী ঘোষ

লাভ জেহাদের শিকার হচ্ছে হিন্দু বাঙালি মেয়েরা। জনসংখ্যার পরিবর্তনের এই ইসলামিক চক্রান্ত বাংলার বুকে চলছে দীর্ঘদিন ধরে। সম্প্রতি হুগলি জেলার এক বাঙালি মেয়ে মাম্পী ঘোষ লাভ জেহাদের শিকার হয়। ভালোবাসার প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে মাম্পী এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে বাড়ি থেকে পালায়। মাম্পীর বাড়ি থেকে নাবালিকা অপহরণের একটি কেস দায়ের করে লোকাল থানায়। অবশেষে পুলিশের সহায়তায় মাম্পীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

কিন্তু ততদিনে লাভ জেহাদিরা মাম্পীর মানসিকতা পরিবর্তনে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে। বাড়ি ফিরেও মাম্পীর মধ্যে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ দেখে তার বাবা-মা। তখন তারা এলাকার হিন্দু সংহতি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করে। সংহতির কর্মীর পরামর্শে মাম্পীর মা মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসেন। সেখানে সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ মাম্পীকে প্রকৃত বাস্তব সম্বন্ধে জানান। এর পরিণতি আগামীদিনে তার জীবনে যে কত ভয়ঙ্কর হবে তা বিভিন্ন ঘটনা বলে মাম্পীর মনের পরিবর্তন ঘটান তিনি। বর্তমানে মাম্পী তার বাবা-মার কাছে বাড়িতে বেশ ভালো আছে। পড়াশুনায় আগের মতো মনোযোগী হয়েছে। লাভ জেহাদের ভূত ঘাড়ের থেকে নামিয়ে একটি বাঙালি হিন্দু মেয়েকে সমাজ থেকে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করলো হিন্দু সংহতি।

হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করল ১৫০টি মুসলিম পরিবার

চারদিকে যখন হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্মের উপর ইসলামিক আঘাত নেমে আসছে, তখন অত্যন্ত শুভ সংবাদ যে উত্তর প্রদেশে ১৫০টি মুসলিম পরিবার সনাতন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে। উত্তর প্রদেশের একটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রে প্রকাশ যে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় ১৫০টি মুসলিম পরিবারের ৩২৭ জন সদস্য হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে।

১ম পাতার শেষাংশ

দিলীপ ভাই মেহেতা

দুষ্কৃতিদের মারে দীর্ঘদিন হাসপাতালে ভর্তি থাকা খগেন দলুই-এর বাড়ি যান তিনি। পঁচাত্তর বছরের যুবক দিলীপভাই পায়ে হেঁটেই কুমড়াখালির ৪, ৭ ও ১১ নং গ্রাম পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি গাববুনিয়া, ফকিরতকিয়া, চড়াবিদ্যা গ্রামগুলো ঘুরে ঘুরে সেখানকার অত্যাচারিত হিন্দুদের সঙ্গে কথা বলেন।

গ্রাম বাংলার এই ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা তিনি বিশ্বের সামনে তুলে ধরবেন বলে জানান। সামাজিক ব্যবধান ভুলে, রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে হিন্দুদের এক হওয়ার কথা বলেন তিনি। বিভিন্ন গ্রামে হিন্দুদের মধ্যে জাগরণ দেখে তিনি আশ্বস্ত হন।

কাদের মোল্লার ফাঁসি থেকে সাধারণ নির্বাচন

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

বাংলাদেশের রাজাকার গোষ্ঠীভুক্ত কুখ্যাত কাদের মোল্লার ফাঁসি হয়ে গেল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার যুদ্ধে কাদের মোল্লার নেতৃত্বে হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়। দীর্ঘদিন পরে হলেও বাংলাদেশ সরকার কাদের মোল্লার বিচার করে তাকে ফাঁসি দিয়েছে। স্বাধীনতা বিরোধী জামাত এই ঘটনার পর নতুন করে বাঙালী সংখ্যা লঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচার শুরু করেছে। খুন-জখম, গৃহে অগ্নিসংযোগ, দোকান পাট লুঠ, মহিলাদের ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি আজ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় নিত্য ঘটনা।

বাংলাদেশে বিতর্কিত একেপেশে ভোটের পরও হিংসা সংঘাত অব্যাহত। ভোট পরবর্তী হিংসায় সোমবার ৬.১.২০১৪ আটজন নিহত হয়েছে। ভোট দেওয়ার অপরাধে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাড়ি-ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাঠ চালিয়েছে ইসলামপন্থীরা। রবিবার ভোটের পর সন্ধ্যায় দিনাজপুর সদর, যশোরের অভয় নগর ও পঞ্চাগড়ের আটায়ারি মহকুমার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় দুই শতাধিক বাড়ি-ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালিয়েছেন মুসলিমরা।

দিনাজপুরে রবিবার চেহেলগাজি পঞ্চায়েতের কর্ণাই গ্রামে হামলা থেকে রক্ষা পেতে আক্রান্ত হিন্দুদের প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের লোকজন

বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সে সময় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আবেদন করেও কোনও সহায়তা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করে এসব পরিবারের আক্রমণ তাদের উপর হতে পারে, এই ভয় ও আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা।

দেশে-বিদেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধি বৃন্দের উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহে উদ্‌যাপিত হতে চলেছে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.com>, <southbengalherald.blogspot.com>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012